দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

020

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস টেস্ট

মান নিয়ন্ত্রণ কিংবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত '৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস টেস্ট-এর নিয়ম চালু করা হয়। তিনটি শিক্ষাবর্ষে ক্লাস টেস্ট চালু থাকার পর '৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে এসে ছাত্ররা ক্লাস টেস্ট বাতিল করার দাবী জানাচ্ছে এবং মূলতঃ এই জন্যেই ছাত্ররা দু'সপ্তাহ ক্লাস বর্জন করে এবং এই পরিস্থিতির কারণে গত ২৭-১০-৮৮ তারিখে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। তবে শিক্ষার মান উন্নয়নে কি ক্লাস টেস্ট ব্যর্থ হচ্ছে? আসলে ক্লাস টেস্ট ব্যাপারটা কি?

বছরের শুরুতে প্রত্যেক বিভাগে সরবরাহকৃত সবুজ পুস্তিকায় ক্লাস টেস্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সকল থিওরী বিষয়ে ক্লাস টেস্ট হবে এবং এর জন্য মোট নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নির্দিষ্ট থাকবে। দায়িত্বশীল শিক্ষক কমপক্ষে দু'টি কিংবা তিনটির বেশী ক্লাস টেস্ট নিবেন না। অথচ ক্লাস টেস্ট কতক্ষণ হবে, কখন হবে, আগে ঘোষণা দেয়া হবে কিনা, সিলেবাস কি থাকবে, হরতাল বা আকস্মিক বন্ধের কারণে ক্লাস টেস্ট না হলে পরে কখন কি ভাবে হবে, একই দিনে একাধিক ক্লাস টেস্ট থাকবে কিনা, অসুস্থতার কারণে ক্লাস টেস্ট না দিতে পারলে পরে কি ভাবে দিবে, প্রশ্নের ধরন কি রকম হবে ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। ফলে, যা হওয়ার তাই হয়েছে। কোন ক্লাস টেস্ট দেখা গেল দশ মিনিট হয়েছে, আবার কোনটি পুরো পঞ্চাশ মিনিট হয়েছে আবার কোন টেস্টে সিলেবাস কম, কোনটিতে অনেক বেশী। কোন বিষয়ের টেস্টে একটি অংক দেওয়া হয়েছে, আবার কোন বিষয়ের টেস্টে একাধিক প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। আবার একই টেস্টে প্রশ্নের একাধিক সেট হওয়ার কারণে দেখা গেল একজন ছাত্র নিজের সেটের অনেক প্রশ্নই পারে না কিন্তু পাশের জনের সেটের সব প্রশ্নই পারে। দেখা গেল কোন সপ্তাহে কোন ক্লাস টেস্ট নেই কিন্তু আবার অপর এক সপ্তাহে একই দিনে তিন থেকে চারটি ক্লাস টেস্ট কিংবা এর চেয়েও বেশী। সেমিস্টারের শেষের দিকে ক্লাসের বাইরেও অন্য সময়ে ক্লাস টেস্ট নেয়া হয়েছে। তখন আবার ব্যবহারি পরীক্ষা কুইজ, ভাইভা রিপোর্ট ইত্যাদি থাকে। এমনও দেখা গেছে তখন কোন কোন বিভাগের ছাত্ররা সব মিলিয়ে একদিনে ৮-৯টি পরীক্ষা দিয়েছে। যদিও সেদিন পিরিয়ড ৬টি। তখন আর পড়ার সময় থাকে না। পরীক্ষা দিতেই সময় চলে যায়। এত কিছুর ফলাফল স্বাভাবিক, দেখা গেল একজন ছাত্র কোন বিষয়ের ক্লাস টেস্টে ৮০% নম্বর পেয়েছে। কিন্তু কোন বিষয়ের ক্লাস টেস্টে পাস নম্বরই উঠাতে পারেনি।

তবে কি ক্লাস টেস্ট শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাচ্ছে? মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত ক্লাস টেস্ট মানের অবনতি ঘটাবে কেন? তবে কি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কালো শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার? ক্লাস টেস্ট চালু করার পরীক্ষায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে কি গিনিপিগ হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে? নাকি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যগত সুনাম ধ্বংসের চেষ্টা?

এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবক সকলকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত ক্লাস টেস্ট অবশ্যই শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে তবে তা সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেমন বছরে দু'টি সেমিস্টার পরীক্ষার নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষার মান উন্নয়নে ও ক্লাস টেস্টের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১। প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়ে DAY SYSTEM চালু করা। অর্থাৎ সেমিস্টার-এর প্রথম দিনটিকে A DAY দ্বিতীয়টিকে B-DAY তৃতীয়টিকে C-DAY, ঠিক এভাবে E-DAY, পর্যন্ত মোট পাঁচটি দিন আসবে।

চলবে

শেখ মাহবুবুর রহমান